২৬ মার্চের প্রথম প্রহর শোষণ-বঞ্চনা থেকে মুক্তির ঐতিহাসিক ক্ষণ

মো. সিকান্দার আবু জাফর
সহকারী তথ্য অফিসার
আঞ্চলিক তথ্য অফিস, রাজশাহী

ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর বাঙালি জাতি অবচেতন খেয়ালে চেতনার নকশিকাঁথায় মুক্তপ্রাণের বাসনায় বিভোর হয়ে শৈল্পিক শৌকর্যের যে নিপুণ ছবি এঁকেছিল তা অঙ্কুরিত হবার পূর্বে মানসপটেই বিনষ্ট হয়। জীবনের প্রবাহমানতায় মুক্ত স্রোতে পাল উড়িয়ে ছুটে চলার স্বপ্ন হয় বাধাগ্রস্ত। বেদনায় মর্মাহত, হতাশ বাঙালির জীবনচেতনায় নেমে আসে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক শোষণ, নিপীড়ন, নির্যাতন ও বঞ্চনার সুদীর্ঘ ২৪ বছরের এক আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে টিকে থাকার অধ্যায়।

১৯৭১ সালে পৃথিবীর ১০টি দরিদ্রতম অঞ্চলের মধ্যে একটি যদি পূর্ব বাংলাকে বলা হতো, তবে এর কারণটা এই যে, এটি ছিল পাকিস্তানের অংশ। এতে সন্দেহ নেই– ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর সুদীর্ঘ ২৪ বছর যেভাবে তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃত্ব পূর্ব বাংলার ওপর রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করেছিল, সেখানেই তাদের সর্বনাশের শুরু।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের মোট জাতীয় আয়ের ৫২ ভাগ যোগান দেয় পূর্ব বাংলার মানুষ, তা সত্ত্বেও প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই অঞ্চলটিকে মরুময়, উষর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি অত্যন্ত সুকৌশলে উপনিবেশি মানসিকতায় শাসন করা শুরু করে। পূর্ব বাংলার উপার্জিত সম্পদ অন্যায্যভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে ব্যবহার করে বাঙালিদের কোনো মতামত ছাড়াই একের পর এক রাজধানী পরিবর্তন করে নিজেদের শৌকর্য বাড়াতে থাকে, অন্যায় শোষণের শিকার হতে থাকে পূর্ব বাংলার মানুষ। এই ধারাবাহিকতায় দুই অংশের মানুষের মাথাপিছু আয় বৈষম্য চরম আকার ধারণ করে। এক সময় বৈষম্যের মাত্রা ৪৬ ভাগে পৌঁছায়। একইসঙ্গে পূর্ব বাংলার কাঁচামালে পশ্চিম পাকিস্তানের বড় শহরগুলো দ্রুত শিল্পশহরে পরিণত হতে থাকে এবং ওই শহরগুলো হয়ে উঠে পুঁজিপতিদের স্থায়ী আবাসস্থল। পক্ষান্তরে, পূর্ব বাংলার মানুষের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের পথ হতে থাকে রুদ্ধ।

আভ্যন্তরীণ ঔপনিবেশিকতার শিকার পূর্ব বাংলার ওপর তারা প্রথম ধাক্কাটি দেয় রাজনৈতিক নেতৃত্বে। জনসংখ্যায় বেশি বাঙালির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনপ্রতিনিধি থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রথম সরকারে গভর্নর ও প্রধানমন্ত্রী পদ রীতিমত দখলে রেখে বাংলার জনপ্রিয় নেতাদের নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ ভাগ বাঙালির মধ্যে থেকে ২৪ বছরে মাত্র ৩ জন বাঙালি ৬ বছর কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য আরও চরম আকার ধারণ করে। ১৯৬০-৭০ সাল পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ও বিভাগে মোট ৬৯ জন শীর্ষ কর্মকর্তার মধ্যে মাত্র ৩ জন ছিল বাঙালি।

পাকিস্তানের ৫৬ ভাগ জনগোষ্ঠীর ভাষা বাঙালির মাতৃভাষা বাংলাকে তারা চরম অবজ্ঞার সঙ্গে বিবেচনা করে বাঙালির মানসচেতনা বিকাশের সিঁড়ি ভেঙে দিয়ে বাঙালিকে অশিক্ষিত, পোষমানা জাতিতে পরিণত করার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত হয়। উচ্চতর সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে ল্যাটিন, হিন্দি, সংস্কৃত, ফার্সি, জার্মান ভাষা অন্তভুক্ত থাকলেও বাদ দেওয়া হয় বাঙালির বাংলা ভাষা। আঘাত হানা হয় বাংলা শিল্প-সাহিত্যচর্চায়।

পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য দুই ধরনের সমাজজীবন পরিচালিত হয়। অভাব-অনটনে পড়ে রোগগ্রস্ত বাঙালিরা যাতে নানা ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে না পারে সেজন্য তারা প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসক, হাসপাতালের শয্যা, পল্লিস্বাস্থ্যকেন্দ্র, শহর সমাজ উন্নয়ন কেন্দ্র তৈরি না করে পশ্চিম পাকিস্তানিদের উন্নত জীবনযাপনের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে থাকে। এই ধারাবাহিতকা বজায় রেখে পূর্ব বাংলার মানুষকে শিক্ষা লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। বন্ধ করে দেওয়া হয় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়। যে সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৬৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়, একইসময়ে পূর্ব বাংলায় ৪.৬ ভাগ কমে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো জনসংখ্যার অনুপাতে বাড়ে না প্রয়োজনীয় সংখ্যক মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়-সহ অন্যান্য উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। শিক্ষাখাতে পূর্ব বাংলার জন্য কোনো রকমে মোট বরাদ্দের তিন ভাগের এক ভাগ ব্যয় করা হয়।

সামরিক বাহিনীতে পাঞ্জাবিদের ৬০ ভাগ এবং পাঠানদের জন্য ৩৫ ভাগ অংশগ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করে বাঙালিসহ অন্যান্যদের জন্য ৫ ভাগ কোটা সুবিধা দিয়ে সামরিক বাহিনীতে পশ্চিম পাকিস্তানি আধিপত্য ধরে রাখা হয়। বাঙালিদের সম্পূর্ণ অরক্ষিত রেখে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৮ সাল অবধি সামরিক খাতে মোট ২,৪৪৪ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র ২৪৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় পূর্ব বাংলায়।

২৪ বছরে পূর্ব বাংলার বাঙালিরা রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে যে ধরনের বৈষম্য ও নিপীড়নের শিকার হয় তাতেই স্বাধিকারের স্বপ্ন দেখা শুরু করে স্বপ্নভাঙা বাঙালি জাতি। কালক্রমে বিভিন্ন দাবি আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালিচেতনায় উন্মেষ ঘটে বাঙালি জাতীয়তাবাদ। জাতীয়তাবাদের বপিত বীজ বাঙালির স্বাধিকারের স্বপ্নকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা রচিত করে– যার চূড়ান্ত প্রতিফলন ঘটে ৭১-এর ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষণা দেন ‘মহান স্বাধীনতা’। #

- পিআইডি ফিচার